

মলাটকথা



তর্ক
কাজে
শেখবে



মৈত্রীশ ঘটক

অধ্যাপক, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স

মাছ যেমন জানে না সে জলে থাকে, শিশুরা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলা শেখে তারা যেমন জানে না ভাষা কাকে বলে এবং তারা যা বলছে তা ভাষার অঙ্গ, সেরকম সচেতন হবার এবং ‘তর্ক’ শব্দটির অর্থ জানার আগে থেকেই আমরা অনবরত নিজের বা অন্যদের সঙ্গে তর্ক করি।

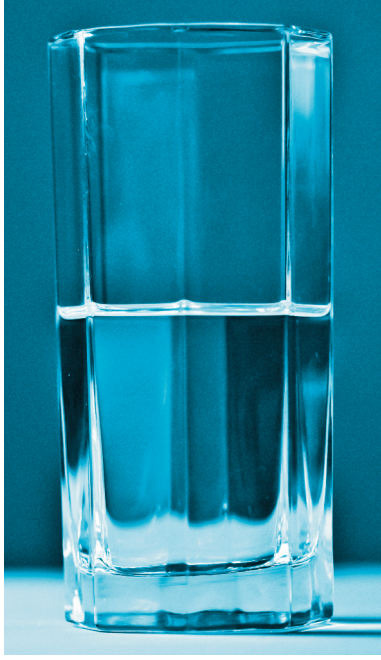
মা-বাবা কিছু করতে বারণ করলেন—যেমন, রাত জেগে খেলা দেখে না বা স্কুলের পর দেরি করে বাড়ি ফিরে না। আমরা বলি “কেন, স্কুলের বা পাড়ার ওরা তো করে, আমি কেন করব না?” বাইরে থেকে খাবার আনা হবে, বোন বলল চাইনিজ, তুমি বললে, “কেন, গতবারও তো চাইনিজ আনা হল, এবার মোগলাই নয় কেন?” মাছের বড়ো পিসটা নিলে, তাই নিয়ে ভাই বা বোনের সঙ্গে তর্ক লেগে গেল। তুমি তোমার প্রিয় ফুটবল দলকে বা প্রিয় অভিনেতাকে সবচেয়ে ভালো বললে, তাই নিয়ে বন্ধু যে অন্য দলের সমর্থক বা অন্য অভিনেতার ভক্ত, তার সঙ্গে তর্ক লেগে গেল। দোকানে গিয়ে দেখলে জিনিসের দাম বেড়ে গেছে,



সেটা নিয়ে কেউ দোকানদারকে
বলাতে তর্ক লেগে গেল—
দোকানদারের মতে সব জায়গাতেই
এবং সবকিছুরই দাম বাড়ছে,
দোকানদার কী করবে? আর ক্রেতার
মতে, তা হলেও, এই দোকানে অন্য
জায়গার তুলনায় দাম বেশি হারে
বেড়েছে এবং পাশের পাড়াতেই এই
এক জিনিস কম দামে বিক্রি হচ্ছে।

এগুলো তর্কের এমন কিছু উদাহরণ,
যেগুলো আমাদের জীবনের প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসছে। অনেক
বিষয়ে তর্ক আবার বৃহত্তর সমাজের
নানা ঘটনা নিয়ে আমাদের বিভিন্ন
মতামত থেকেও হয়। যেমন, কেউ
বলল বাংলা পড়ে বা শিখে কী লাভ,
চাকরি করতে গেলে তো ইংরেজি বা
হিন্দি জানলে বেশি কাজে লাগবে। তুমি
উদাহরণ দিলে এমন ক'জনের যারা
বাংলা জানা সত্ত্বেও চাকরি বা
কেরিয়ারের ক্ষেত্রে ভালোই করেছে।
কেউ মন্তব্য করল দরিদ্র পরিবারের
ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা
বেশি হয়, তুমি তোমার বাড়িতে যারা
কাজ করে তাদের উদাহরণ দিয়ে বললে
তা নয়। কেউ বলল দারিদ্র্যের মূলে
আছে শিক্ষার অভাব, কেউ বলল, না
শিক্ষার অভাবের মূলে আছে দারিদ্র্য।
কেউ বলল অত্যধিক জনসংখ্যার
कारणेই ট্রেন-বাস থেকে বাজার-
হাসপাতাল সবজায়গায় এত ভিড়, লম্বা
লাইন, কেউ বলল না, জনসংখ্যার
তুলনায় এই পরিষেবাগুলোর জোগান
যথেষ্ট নয় বলেই সমস্যা।

এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।
কিন্তু ঘটনা হল আমাদের প্রতিদিনের
জীবনে অনেক কিছু নিয়েই আমাদের
মতভেদ হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়।
কখনও আলোচনার মীমাংসা হয়,
কখনও ঝগড়াঝাটি লেগে যায়। তাই
চাই বা না চাই, বুঝি আর না বুঝি, ভাষা
যেমন আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ,
তর্কও আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ।
আর তাই যদি হয়, তাহলে তর্ক মানে
আসলে কী, তা বোঝা এবং কীভাবে



আমরা আমাদের তর্ক করার দক্ষতা
বাড়াতে পারি তা জানা, এগুলো কাজে
লাগতে পারে।

তর্ক একধরনের আলোচনা, যেখানে
কোনও বিষয় নিয়ে দু'পক্ষের মতভেদ
আছে। যুক্তি এবং তথ্যের দিক থেকে
তারা ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছে এবং
অন্যপক্ষের মতের সীমাবদ্ধতা,
অসম্পূর্ণতা বা কোনও ক্ষেত্রে ভ্রান্তি

মা-বাবা কিছু করতে বারণ
করলেন—যেমন, রাত জেগে
খেলা দেখো না বা স্কুলের পর
দেরি করে বাড়ি ফিরো না।

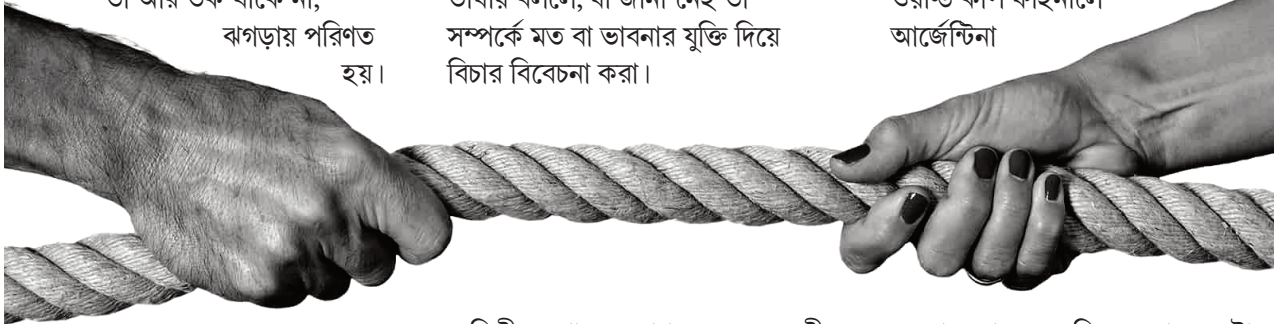
আমরা বলি “কেন, স্কুলের বা
পাড়ার ওরা তো করে, আমি
কেন করব না?” বাইরে থেকে
খাবার আনা হবে, বোন বলল
চাইনিজ, তুমি বললে “কেন,
গতবারও তো চাইনিজ আনা
হল, এবার মোগলাই নয়
কেন?”



উদঘাটন করার চেষ্টা করছে। যেমন,
কেউ বলল অমুক ব্যাটসম্যান
সর্বকালের সেরা—সেখানে অন্য
দেশের বা সময়ের কোনও
ব্যাটসম্যানের রেকর্ড ব্যবহার করে এই
সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করা যেতে পারে।
অথবা, প্রশ্ন তোলা যেতে পারে গড় রান
বা সেঞ্চুরির সংখ্যার থেকে টিমকে
জেতানোয় ভূমিকা, বা বিদেশের মাঠে
ভালো রেকর্ড—এই ধরনের নিষ্কৃতি
কে এগিয়ে বা পিছিয়ে। ভালো তর্কের
লক্ষণ হল যখন দু'পক্ষই অন্যপক্ষের
কিছু যুক্তি বা তথ্য মেনে নিজেদের মত
খানিকটা পরিমার্জন করে নেন। কেউ
একদম অযৌক্তিক বা ভুল তথ্যের
ভিত্তিতে তর্ক করলে সেই তর্ক খুব
একটা জমে না। শুধু যুক্তি বা তথ্য নয়,
কিছু তর্কের পেছনে মূল্যবোধের
ফারাকও কাজ করে। যেমন, কেউ মনে
করতে পারেন দরিদ্রদের জন্যে
সরকারের তরফ থেকে অর্থসাহায্য
মানবিক কারণে সমর্থনযোগ্য; আবার
কেউ মনে করতে পারেন, এই ধরনের
নীতি আসলে অর্থের অপচয় এবং
দারিদ্র্য দূরীকরণের দিক থেকে দেখলে
এগুলোর থেকে দীর্ঘমেয়াদি কোনও
লাভ হয় না। তার থেকে এই অর্থ
পরিকাঠামো বা পরিষেবার উন্নতিতে
ব্যয় হলে আখেরে সবারই লাভ। দুই
পক্ষেরই যুক্তি আছে এবং কোনও সঠিক
উত্তর নেই। এখানে তুমি কী অবস্থান
নেবে সেটা কোন যুক্তিটা তোমার বেশি
ন্যায্য মনে হচ্ছে তার ওপর নির্ভর
করবে।

এই লেখাতে তর্ক করা নিয়ে
তোমাদের কিছু পরামর্শ দেব। তবে
বিষয়টি এমনই যে এটা নিয়ে যত
গভীরে ভাববে তত দেখবে আরও
তলিয়ে দেখার মতো কথা আছে, আরও
অনেক দিক আছে, সবকিছু এরকম
ছোটো লেখায় ধরা সম্ভব নয়।
তাহলেও, এটা পড়ে কিছু প্রশ্ন ও চিন্তা
যদি তোমার মনে জাগে, তাহলেই
আমার চেষ্টা সার্থক।

প্রথম যে কথাটা আমি বলব, তা হল তর্ক আর ঝগড়া এক নয়। ঝগড়াতে কে ঠিক কে ভুল তাতে কিছু যায় আসে না। ঝগড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অন্য পক্ষকে হারানো—তা গলার জোরেই হোক বা গায়ের জোরে। যেমন, ফুটবলে তুমি স্ট্রাইকার হলে তোমার উদ্দেশ্য হল ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে আর গোলকিপারকে এড়িয়ে বল গোলে পাঠানো আর ডিফেন্ডার বা গোলকিপার হলে তোমার কাজ স্ট্রাইকারের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়া বা তার গোলের দিকে লক্ষ্য করে শটটাকে আটকানো। দু'পক্ষই যখন ভালো খেলে তখন যেমন জমে যায় ব্যাপারটা, সেরকম তর্কে দু'পক্ষেরই যখন কিছু ভালো বক্তব্য থাকে, তখন আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। ঝগড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা, সে যেভাবেই হোক—ছলে, বলে, বা কৌশলে। ফুটবলের উদাহরণ ধরলে, ঝগড়া হল যখন ফাউল এবং তার থেকে হাতাহাতি শুরু হয়, এবং খেলা মাথায় ওঠে। টিভিতেও যখন কোনও আলোচনায় লোকে চ্যাঁচামেচি এবং পরস্পরকে আক্রমণ শুরু করে, তখন তা আর তর্ক থাকে না, ঝগড়ায় পরিণত হয়।



আর অনলাইন দুনিয়ায় এবং সামাজিক মাধ্যমে 'ট্রোল' বলে এক প্রজাতির আবির্ভাব হয়েছে—তাদের পেশাদার ঝগড়ুটে বলা যায় (এমনকি অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলো এদের নিয়োগও করে)—গায়ে পড়ে ঝগড়া, অহেতুক বিতর্ক উসকে দেওয়া থেকে শুরু করে নেহাতই গালমন্দ করাই

প্রথমত, ব্যক্তিগত আক্রমণ সব সময়ে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যতই রাগ হোক, সবসময় মনে রাখবে খেলার মাঠে ফাউলের মতো তর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আক্রমণ আসলে উপযুক্ত উত্তর না দিতে পারার লক্ষণ। এভাবে ভাবতে পারো—যদি এই আলোচনা রেকর্ডেড হত, তাহলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কেউ কি আমার বক্তব্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন?



এদের কাজ।

মজার কথা হল, তর্ক কথাটির অর্থ অভিধানে দেখলে দেখতে পাবে যে তার একটা অর্থ হল, 'যুক্তি, বিচার' যার সূত্র হল ভারতীয় দর্শনে যাকে ন্যায়শাস্ত্র বলা হয়। অভিধানে লেখা আছে ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল 'অবিজ্ঞাত বিষয়ে কারণানুসারে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বিচার'। সোজা ভাষায় বললে, যা জানা নেই তা সম্পর্কে মত বা ভাবনার যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করা।

দ্বিতীয় কথা মনে রাখতে হবে, যে কী নিয়ে তর্ক করার অর্থ আছে, এবং কী নিয়ে তর্ক করার অর্থ নেই সেটা আলাদা করতে শেখা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তর্ক উঠলে তা এড়িয়ে যাওয়া। যেমন, তথ্য নিয়ে তর্ক করার অর্থ হয় না। যেমন, গত ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে কোন দল কত গোল দিয়েছিল বা কোন বছরে মানুষ প্রথম চাঁদে পা দিয়েছিল

এসব নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে, কিন্তু তার মানে কেউ একটা ভুল করছে। তাই তর্ক না করে চট করে নেট-এ দেখে নেওয়াই ভালো। সেরকম পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তর্ক করার মানে হয় না—তাই প্রিয় অভিনেতা বা গায়ক বা খেলোয়াড় বা রেস্টোরাঁ বা বেড়াবার জায়গা নিয়ে তর্ক করলে সময় নষ্ট। সেইরকম মানুষের বিশ্বাসের জায়গা নিয়ে তর্ক করারও অর্থ হয় না—সে রাজনৈতিক মতাদর্শ হোক (সমাজতান্ত্রিক বা উদারবাদী বা জাতীয়তাবাদী) বা ধর্মবিশ্বাস বা সাংস্কৃতিক বোধ (যেমন, রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা)—যাই হোক না কেন। কারণ এখানে মতের ফারাক এত মৌলিক যে সেখানে তর্ক থেকে বিবাদ এবং সেই কারণে মনোমালিন্য হতে বাধ্য।

তাহলে তর্ক করে লাভ আছে কোথায়? সহজে যাচাই করা যায় এমন তথ্য, বা কার কী ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগা, বা বিশ্বাস আর মতাদর্শের জায়গা এই তিনটিকে বাদ দিলে এই বিশ্বজগতে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু নিয়েই তর্ক করা যায়! গত ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা

জেতার পেছনে মেসির অবদান কতটা কিংবা ১৯৮৬ সালে মারাদোনার ভূমিকা কতটা? ফিল্মস্টারদের মধ্যে শাহরুখ খান বেশি ভালো অভিনেতা না ঋত্বিক রোশন না কি আগের জামানার অমিতাভ বচ্চনের কাছে এঁরা তেমন কিছু নন? বিরাট কোহলি, শচীন তেণ্ডুলকার আর গাভাস্কর—এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান কে?



খেয়াল করে দেখো এখানে শুধু রুচি বা পছন্দের কথা হচ্ছে না। তুমি যদি বলো শাহরুখ খানের অভিনয় আমার ভালো লাগে না বা তেগুলাকারের থেকে কোহলির খেলার ধরন আমার বেশি ভালো লাগে, তাহলে তর্কের জায়গা নেই। এখানে তুমি শুধু তোমার পছন্দের কথা বলছ। কিন্তু তুমি যেই তুলনায় আসছ এবং নৈর্ব্যক্তিক কিছু মাপকাঠি ব্যবহার করছ, তখন আরেকজন তোমার তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে। শুনলে অবাক হতে পারো, কিন্তু গবেষণার জগতে এই ধরনের তর্ককে আমরা ‘কাজ’ মনে করি, যার জন্য আমাদের মাইনে দেওয়া হয়! যেমন কেউ বলল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবনতির জন্যে কোনও বিশেষ সরকার দায়ী,

এবার কেউ উলটে বলল, না সমস্যার শুরু হয়েছে তার আগে থেকে, বা পরের কোনও সরকারও সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, আরও অবস্থা খারাপ করেছে, তখন সত্যি পরিসংখ্যান ও যুক্তি দিয়ে এগোনো ছাড়া কোনও উপায় থাকে না, কারণ কোনও বক্তব্যই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেরকম, তুমি চারপাশে তাকালে—তার মধ্যে তোমার বাড়ি, পাড়া, স্কুল, শহর, রাজ্য, দেশ—অনেক উদাহরণ পাবে যেখানে আমরা যা দেখছি তার কার্যকারণ নিয়ে মতভেদ হতেই পারে, এবং তর্কের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের চিন্তাভাবনা খানিকটা এগোতে পারে। তাই তর্কের একটা ভালো দিকও আছে—আমাদের নিজস্ব চিন্তার গণ্ডির বাইরে গিয়ে আমাদের ভাবতে সাহায্য করে। রোগ

ঠেকাতে যেমন টিকা নিতে হয় সেরকম আমাদের নিজেদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা বুঝতে বুদ্ধিমান কারও সঙ্গে তর্কের কোনও বিকল্প নেই।

শেষ করব ভালো তর্ক করার কিছু পদ্ধতি নিয়ে।

প্রথমত, ব্যক্তিগত আক্রমণ সব সময়ে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যতই রাগ হোক, সবসময় মনে রাখবে খেলার মাঠে ফাউলের মতো তর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আক্রমণ আসলে উপযুক্ত উত্তর না দিতে পারার লক্ষণ। এভাবে ভাবতে পারো—যদি এই আলোচনা রেকর্ডেড হত, তাহলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কেউ কি আমার বক্তব্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন? তুমি যদি বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠো বা উপযুক্ত উত্তর না দিতে পেরে প্রতিপক্ষকে বলো আপনি এরকম

কথা বলছেন মানে আপনি নৈতিকভাবে ভালো লোক নন বা বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতদৃষ্ট, তাহলে তোমার মতের প্রতি সমর্থনশীল হলেও দর্শক বা শ্রোতা অন্যপক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়বেন, বিশেষত সে যদি পালটা আক্রমণ না করে। ইদানীং টিভিতে যে বিতর্ক হয়, তাতে সারবস্তুর থেকে চ্যাঁচামেচি ও আক্রমণ বেশি হয়—ভেবে দেখো, সেই তর্ক শুনে কোনও পক্ষের প্রতিই কি সহানুভূতি হয়? তোমার যদি একপক্ষের মতের প্রতি সমর্থনও থাকে, মনে হয় না কি যে অন্যপক্ষের প্ররোচনায় উত্তেজিত না হয়ে আরেকটু শান্তভাবে যুক্তি দিয়ে তথ্য দিয়ে কথা বললে ভালো হত?

দ্বিতীয়ত, তথ্য ও যুক্তি ব্যবহার করতে হবে অন্যপক্ষের বক্তব্য মন দিয়ে শুনে। বোলাবের বল যেমন ভালো করে না যাচাই করে ব্যাট চালালে আউট হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি, তর্কের ক্ষেত্রেও মন দিয়ে শোনাটা একটা খুব বড়ো গুণ। যেমন, কেউ বলল কলকাতার যানজটের সমস্যা দিনে দিনে বাড়ছে, তাতে মুম্বইয়ের ট্রাফিকের অবস্থা আরও খারাপ বলাটা এই বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয় না, কারণ যিনি বলেছেন তিনি কলকাতার ট্রাফিকের আগের ও পরের অবস্থা তুলনা করছেন। বরং কলকাতার ট্রাফিকের সমস্যার কোনও সূচক (যেমন, দুটি জায়গার মধ্যে যাত্রা করার আনুমানিক সময়) ব্যবহার করে যদি দেখাতে পারো যে আসলে সমস্যাটা আগের থেকে কমেছে, তাহলে প্রথম বক্তব্যটি যথার্থ খণ্ডন করা হবে। আর

যদি দেখো যে না, সমস্যাটা বেড়েছে, তখন মুম্বইয়ের মতো অন্য কোনও শহরের ট্রাফিকের সমস্যা কী হারে বেড়েছে তার সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারো, হ্যাঁ কলকাতার ট্রাফিকের সমস্যা বেড়েছে কিন্তু অন্য শহরের তুলনায় নয়। আর যদি দেখো সত্যি কলকাতায় ট্রাফিকের সমস্যা অন্যান্য শহরের থেকে বেশি বেড়েছে, তখন বলতে পারো, কলকাতা অন্যান্য কারণে আকর্ষণীয় শহর হবার কারণেই এখানে জনসংখ্যা বাড়ছে, আর তাই যানজটের সমস্যাও বাড়ছে। অর্থাৎ, প্রথমজনের বক্তব্যের একটা তথ্যগত দিক ছিল (যানজট বেড়েছে), আরেকটা অনুক্ত সমালোচনার দিক ছিল (যানজট খারাপ), তুমি প্রথম দিকটা মেনে নিয়ে দ্বিতীয় দিকটা নিয়ে প্রশ্ন তুললে। অনেকসময় কোনও বিষয়ে তর্ক শুরু হলে অন্যপক্ষের সব কথা শোনার আগে নিজে তার অবস্থানে থাকলে কী বলতে সেটা আন্দাজ করে নিলে তোমার প্রত্যুত্তর দেবার ক্ষমতা অনেকটা বাড়বে।

তৃতীয়ত, তর্কে রসবোধের বা ভাষা নিয়ে খেলার অবকাশ আছে, এবং তা তোমার বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে, কিন্তু বক্তব্যে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তি মজবুত না হলে শুধু চালাকের মতো কথা বললে তর্কে জেতা যায় না। তাৎক্ষণিকভাবে জনমত তোমার দিকে যেতে পারে, কিন্তু কোনও বুদ্ধিমান বা চিন্তাশীল মানুষ তোমার সঙ্গে সহমত হবেন না। কে বেশি ইংরেজি জানে সেই নিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

‘মাস্টার মহাশয়’ বলে সেই বিখ্যাত গল্প মনে পড়ে যায়। দু’জনের মধ্যে কে ইংরেজি বেশি জানে সেই নিয়ে ঝগড়া চলছে, তার নিষ্পত্তি করতে এক নাগাড়ে একে অপরকে শক্ত ইংরেজি শব্দের বাংলা মানে জিজ্ঞেস করে হারাতে পারছে না। একজন তখন চালাকি করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘I don’t know’ এর বাংলা কী। প্রতিপক্ষ সঠিক উত্তর দিলেন “আমি জানি না”। তখন প্রথমজন ইংরেজি না-জানা গ্রামবাসীদের সামনে প্রবল উৎসাহে নিজের জয় ঘোষণা করলেন! শ্রোতাদের মধ্যে কেউ যদি ইংরেজি জানতেন বা এই বিতর্কের যদি কোনও বিচারক থাকতেন তাহলে কিন্তু এই কৌশলে কাজ হত না।

শেষ করব এই বলে যে, তর্ক আসলে আমাদের চারপাশের জগৎকে বোঝার একটি অতি-প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানীরা যখন কোনও কিছুর কার্যকারণ বোঝার চেষ্টা করেন, সেখানেও তাঁরা যুক্তি ও তথ্যের বিন্যাসে এগোন, এবং অনেকসময় তা বিতর্কের রূপ নেয়, যা থেকে যে সিদ্ধান্ত বেরোয় তা আমাদের জানার পরিধিকে প্রসারিত করে। জ্ঞানচর্চার সমস্ত শাখাতেই একইভাবে আমাদের জানা ও বোঝার প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। আমার নিজস্ব বিষয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছি, প্রায় সবক্ষেত্রেই তার থেকে আমার নিজের বোঝা এবং অবস্থান খানিক হলেও পালটেছে। আসল উদ্দেশ্য যদি হয় কোনও কিছু বোঝা বা জানা, তাহলে কোনও একটি তর্কে হারলাম কী জিতলাম তাতে কিছু যায় আসে না, আসল জয় হল আমাদের জানার ও বোঝার। আর, তা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত লাভ নয়, সত্যকে বোঝার ও জানার আমাদের যে সমষ্টিগত প্রয়াস, তারও।

তাই তর্ককে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়।

